স্বধর্মত্যাগী

ধর্মনিরপেক্ষতা ও সন্ত্রাসের যুগে খ্রিষ্টধর্ম থেকে ইসলামে দীক্ষিত

মূল

জোরাম ভ্যান ক্ল্যাভেরেন

প্রাক্‌কথন

শাইখ হামযা ইউসুফ আবদাল হাকিম মুরাদ

বাংলা ভাষান্তর

আবদুল আউয়াল মিয়াঁ

সম্পাদনা

কবি আল মুজাহিদী
ড. রহমান হাবিব

সেন্টার ফর এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং
(প্রফেসর মাহবুব আহমদ ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

স্বধর্মত্যাগী

জোরাম ভ্যান ক্ল্যাভেরেন

গ্রন্থস্বত্ব ©
প্রফেসর মাহবুব আহমদ ফাউন্ডেশন

প্রকাশক
সেন্টার ফর এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৩

পরিবেশক
বর্ণালী বুক সেন্টার
মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৪৫২৮২৩৬৮, ০১৭৫৩৪২২২৯৬

একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)
২৫৩/২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল: +৮৮ ০১৪০০৪০৩৯৫৪, ০১৪০০৪০৩৯৫৮
E-mail: aplbooks2017@gmail.com

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩০২, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (৩য় তলা)
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: +৮৮ ০১৪০০৪০৩৯৪৯, ০১৪০০৪০৩৯৫৮
E-mail: biitpublications@gmail.com

মূল্য
টাকা ৩০০.০০

“তারা যা কিছুই বুঝতে পারে না
তারই নিন্দাবাদ করে।”

-সিসেরো

সূচি

প্রাক্‌কথন (১): শাইখ হামযা ইউসুফ ৭

প্রাক্‌কথন (২): প্রফেসর আবদাল হাকিম মুরাদ ১১

পূর্বকথা ১৩

১ ভূমিকা ১৫

২ 'আল্লাহ মৃত'! ২১

৩ আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক ২৭

মহাজাগতিক যুক্তিতর্ক ২৯

পরমকারণমূলক যুক্তিতর্ক ৩১

নৈতিক যুক্তিতর্ক ৩২

৪ খ্রিষ্টবাদে আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা ৩৫

ত্রিত্ববাদ ৩৫

ইহুদিবাদী একত্ববাদ ও গ্রীসীয় দেবদেবীগণ ৩৮

খ্রিষ্টবাদী পরিত্রাণতত্ত্ব ৩৯

ব্যক্তিগত পরিণামফল ৪২

৫ ইসলামে আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা ৪৫

এক উপাস্য ৪৫

আল্লাহ আর ঈশ্বর কি এক? ৪৬

ইসলামি পরিত্রাণতত্ত্ব ৫১

সূত্র ৫২

৬ মুহাম্মাদ: বাণীবাহক বাইবেলীয় অর্থে? ৫৫
ওহি ৫৫
বাইবেলীয় ওল্ড-টেস্টামেন্ট ৫ম খণ্ড (১৮:১৮) ৫৮
বাইবেলে নবুওয়াতি সহিংসতা ৬১
যিশু সম্পর্কে কী? ৬৩
মুহাম্মাদের বাণী ৬৪

৭ বিতর্কিত বিষয়াদি (১) ৭৩
সহিংসতা ও সন্ত্রাস বৈধকরণ? ৭৩
ভয় দেখানো ৭৪
আদর্শ, সন্ত্রাস এবং মাযহাব ৭৮
ইবন ইসহাক ও তাঁর রচিত মুহাম্মাদের জীবনীগ্রন্থ ৮১
রদ ৮৪

৮ বিতর্কিত বিষয়াদি (২) ৮৭
নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ৮৭
যিশুকে কি ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল? ৯৪
আয়েশা'র সাথে বিবাহ ৯৯
স্বধর্মত্যাগ ১০৩

৯ ইহুদিবিদ্বেষ ১০৯
খ্রিষ্টবাদ কি ইহুদিবিরোধী? ১১০
ইসলাম কি যিশুবিদ্বেষ শিক্ষা দেয়? ১১২
আহল আল-যিম্মা ১১৫
মুহাম্মাদ এবং ইহুদিগণ ১১৮

১০ আল-কুরআন ১২৫

বাইবেলে সিদ্ধ ঘোষণা, কর্তৃত্ব এবং দ্বন্দ্ব-অসঙ্গতি ১২৬

আল-কুরআনের পাঠগত নিশ্চয়তা ১৩০

বাইবেলীয় সমস্যার কুরআনী সমাধান ১৩৩

একটি বৈশিষ্ট্যসূচক স্বাতন্ত্র্য ১৩৫

১১ ওয়াহহাবি ভ্রান্তি ১৩৯

ওয়াহহাবিবাদ ১৪০

মাযহাব ব্যবস্থা ১৪৪

ব্যক্তিগত পরিণামফল ১৪৬

১২ সৌল থেকে পল ১৫১

আধুনিক সভ্যতার ইসলামি ভিত্তি ১৫৩

উদারনৈতিকতাবাদ, রক্ষণশীলতা ও ইসলাম ১৫৫

ইসলাম কি একটি আদর্শ? ১৫৭

একটি নতুন দৃষ্টিকোণ ১৬০

উপসংহার ১৬৩

প্রতিবেশ ১৬৪

ইমানের সাক্ষ্য ১৬৫

গ্রন্থপঞ্জি ১৬৭

শব্দকোষ ১৭৭

প্রাক্‌কথন (১)

১৯৬৬ সালের ৪ এপ্রিল প্রভাবশালী টাইম পত্রিকায় নিকষকালো পটভূমির ওপর বড় বড় লাল হরফে উঠে আসে যে প্রশ্নটি তা হলো আল্লাহ কি মৃত? প্রশ্নটি ছিল উনিশ শতকের শেষভাগে জার্মান দার্শনিক ফ্রিডরিখ নীতশে-র বিখ্যাত সেই উক্তি "আল্লাহ মরে গেছেন"-এর প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ। দার্শনিকের বক্তব্য এবং পত্রিকাটির প্রশ্ন উভয়টিই ধর্মনিরপেক্ষ এবং অবিশ্বাসীরা ভালোভাবে গ্রহণ করলেও বিশ্বাসীগণ গভীরভাবে বিরক্ত হন। অবশ্য আসল বাস্তবতা হলো, আল্লাহ যে শুধুমাত্র মৃত নন, বরং জীবিত তাই নয়, বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন, খ্রিষ্টান, ইহুদি কিংবা মুসলিমসহ বিশ্বব্যাপী অগণিত বিশ্বাসীগণ তাঁকে ভালোবাসেন এবং তাঁর উপাসনা করে থাকেন। বিশ্বাসটা পবিত্র সত্তার যেকোনো আকারেই হোক না কেন, তা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী একটা ধারণা। হতে পারে, আমাদের মধ্যে অনেকেই নিজের বিশ্বাস নিয়ে ভাবিই না, কিন্তু এই যে আমরা আগামীকালের পরিকল্পনা করি, কিংবা পরিবার গঠন করি কিংবা বৃক্ষ রোপণ করি-এ সবই বিশ্বাস আর আশা থেকেই করে থাকি। আর সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে কিন্তু আমরা বিশ্বাস ও আশা নিয়ে দান-খয়রাতও করে থাকি, আবার মহান ধর্মতাত্ত্বিক ত্রয়ী পুণ্যকর্ম নিয়ে মজাও করে থাকি।

জোরাম ভ্যান ক্লাভেরেন জ্ঞাতসারেই হোক কিংবা অজ্ঞাতসারে- ছিলেন একজন পুণ্যবান সত্যসন্ধানী। কিন্তু কয়েক বছর আগে ইসলাম ধর্মের প্রতি এতটাই শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন যে, তিনি বাস্তবেই তাঁর দেশে ইসলাম প্রসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমেও ইসলামের ওপর গভীর অধ্যয়ন তথা ভালোভাবে বলতে গেলে এর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। কিন্তু তা যে হবার নয়। মানুষ পরিকল্পনা করে বটে, কিন্তু আল-কুরআন বলছে, আল্লাহই সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী।

আমাদের সকলেরই দৈহিক (চোখের ভিতর) কিছু কালো দাগ আছে, যা আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রস্থ কিছু অঞ্চলকে সত্যিকারেই দেখতে বাধা দেয়। আমাদের অবশ্য কিছু মানসিক কালো দাগ আছে, যা আমরা ভেবে দেখতেও চাই না এবং যা কখনও কখনও আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রস্থ জিনিসকেও দেখতে বাধা দেয়। জোরামের আন্তরিকতাই তাঁকে তাঁর দৃষ্টিকোণ পাল্টাতে সক্ষম করে তোলে। তিনি তাঁর কালো দাগ দূর করতে সক্ষম হন, কোনো কিছুকে নির্মোহভাবে ও নিরপেক্ষতার সাথে দেখতে পান এবং সত্যি সত্যিই কোনো কিছুকে এর নিজ বৈশিষ্ট্যসহ বুঝতে চেষ্টা করেন। এটাই তাঁকে একটা অসাধারণ অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যায়, যার ফল এই

বইখানি, যা আপনারা এখন পড়ছেন। গ্রন্থখানি একটা অসাধারণ বঙ্কিম ভ্রমণপথের কথা বলে, যা একজনের শত্রুতা থেকে মহত্ত্ব, নিরাশা থেকে আশা এবং বিবাদ থেকে শান্তির পথে যাত্রার কথা তুলে ধরে।

জোরাম ইসলামে আল্লাহর ধারণা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, যা তাঁকে অসাধারণভাবে নাড়া দেয়, বিশেষত ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক যা কিছু তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল সে কারণে। তিনি জানতে পারেন যে, ইহুদিদের মতোই মুসলিমরাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর একত্ব হচ্ছে পরম সত্য। আর ইহুদি ও মুসলিম উভয় ঐতিহ্যে ত্রিত্ববাদের ধারণা একটি বহিরাগত বিষয়। ইব্রাহিমি বিশ্বাসসমূহের মধ্যে মুসলমানদের একত্ববাদই সবচেয়ে মৌল বা মূলগত যা আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এবং সকল প্রাণী ও জড়বস্তুর রিজিকদাতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ এবং একক ও একমাত্র সৃষ্টিকর্তার ধারণা। মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস একটি অত্যন্ত সহজ-সরল বিশ্বাস, যা জোরাম ব্যাখ্যা করেন এভাবে: এটা এমন একটা ধারণা যে, একজন সত্যিকারের জীবন্ত আল্লাহ ব্যতীত ইবাদত পাওয়ার যোগ্য আর কেউই নেই। আর সেই আল্লাহ তাঁর খোদায়ী বদান্যতায় মানবজাতির সাথে কথা বলেছেন নবিগণের কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে।

অনেক খ্রিষ্টান যেখানে যিশুকে একজন নবি হিসেবে দেখতে ইহুদিদের অক্ষমতায় বিস্মিত (এবং তাঁর মূর্ত রূপায়িত সত্তা হিসেবে তাদের ধারণাতেও), সেখানে অনেক মুসলিমও নবি মুহাম্মাদ (সা.) ও মুসার মধ্যে অসাধারণ মিল খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের অক্ষমতায় বিস্ময়াভিভূত। আল্লাহ বললেন যে, তিনি মুসার মতো একজন নবি প্রেরণ করবেন। মুসা ছিলেন একজন আইনপ্রদানকারী এবং তিনি তাঁর জাতিকে সদলবলে মিশর থেকে বের করে প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যান। নবি মুহাম্মাদও ছিলেন একজন আইনদাতা; যিনি তাঁর অনুসারীদেরকে মক্কা থেকে মদিনায় নিয়ে আসেন। মধ্যযুগীয় মহান ইহুদি পণ্ডিতগণ (রাবাই) আসলেই বিশ্বাস করতেন যে, নবি মুহাম্মাদ ছিলেন মানবতাকে মহাজ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক খোদায়ী শক্তি, যিনি যথাসময়ে প্রেরিত হন এবং যার শিক্ষা কোটি কোটি মানুষের জন্যে নূহের সাত বিধান অনুধাবনে সহায়ক হবে, যা ইহুদিরা সকল মানুষের জন্যে বাধ্যতামূলক বিবেচনা করে থাকে। এসব নূহীয় বিধানাবলি পাওয়া যাবে নূহের প্রতি ঈশ্বরের দশ আদেশনামার মধ্যে। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো একমাত্র সত্যিকারের আল্লাহ ব্যতীত আর কারও উপাসনা না করা; আর এটাই হচ্ছে নবি মুহাম্মাদেরও শিক্ষা।

অতঃপর জোরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন সেইসব বিষয়াদি, যেগুলোকে তিনি এবং তাঁর মতো অন্যান্য পাশ্চাত্যবাসীগণ ইসলামের সহজাত অথচ বিতর্কিত বিশ্বাস হিসেবে মনে করতেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: স্ত্রী-বিদ্বেষ, সন্ত্রাস, ইহুদিবিদ্বেষ ইত্যাদি। কিন্তু তিনি এর পরিবর্তে যা দেখলেন তার সাথে এ সবের দূরতম সম্পর্কও নেই। তিনি এমন এক ধর্মকে আবিষ্কার করলেন, যা তাঁর অনুভূতিতে ছিল ধর্মের সত্যতার পক্ষে এক আলোকিত সাক্ষ্য। শুধু তাই নয়, এটি আল্লাহ সম্পর্কে তাঁর নিজের কিছু সমস্যার সমাধানেও সাহায্য করলো। জোরাম তাঁর রূপান্তরকে ইঞ্জিলের তারসাসস্থ সল-এর সাথে তুলনা করেন, যে কিনা একজন নিবেদিতপ্রাণ ইহুদি হিসেবে খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অলৌকিকভাবেই তিনি দামেস্কের পথে সল থেকে পল হয়ে যান। যিশুখ্রিষ্টকে আলিঙ্গন করে তিনি খ্রিষ্টবাদের মহারক্ষাকর্তায় পরিণত হন। আমার ধারণামতে, জোরামের রূপান্তর ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর বিন খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের সাথে অধিক সাযুজ্যপূর্ণ। নবি মুহাম্মাদের সাথে তাঁর ছিল গভীর শত্রুতা এবং তিনি সত্যিকারেই তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু তখন তাঁকে বলা হয় যে, তাঁর নিজের বোনের ব্যাপারটা আগে দেখা উচিত, যে কি-না ইতোমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। এতে তিনি এতই ক্ষিপ্ত হন যে, পথ পরিবর্তন করে বোনের বাড়ি যান এবং এই প্রথম সত্যি সত্যি কুরআন তিলাওয়াত শোনেন। কুরআনের বাণী দ্বারা মোহিত হয়ে তিনি মহানবির নিকট যান এবং শীঘ্রই ইসলামে দীক্ষিত হন।

জোরামের কাহিনি এখানেই থেমে থাকে না। পরবর্তীকালে বহু আলোকিত এবং আন্তরিক পাশ্চাত্যবাসী পর্যায়ক্রমে ইসলামে দীক্ষিত হন। তারা তাদের নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমেই উপলব্ধি করেন যে, ইসলাম মানবজাতির অন্যতম মহান ধর্মীয় ঐতিহ্য, যা তাঁর অনুসারীদের এক মহাশান্তির আশীর্বাদ দানে ধন্য করেছে। ইসলাম তাদের মধ্যে খাঁটি বদান্যতা ও ভালোবাসার জন্ম দিয়েছে অন্যান্য মানুষের জন্যে। এই ধারায় রয়েছেন মহান জার্মান কবি গ্যাটে, যিনি বলেন: 'ইসলাম মানে যদি হয় আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ, তাহলে আমরা সবাই ইসলামের ওপরই বাঁচি, ইসলামেই মরি।' আরও আছেন জন লক, যিনি মহান এক আরবীয় বিশেষজ্ঞ তথা এডওয়ার্ড পকোকির সঙ্গে অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন করেছেন এবং যিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতি ইসলামের সহিষ্ণুতার রেকর্ড দেখে হতবাক হয়েছেন। আর এই সুদীর্ঘ ধারায় আরও রয়েছেন ঊনবিংশ শতকের স্কটিশ দার্শনিক টমাস কার্লাইল-এর মতো বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ যিনি তাঁর ইতিহাসের বীর, বীর-উপাসনা এবং বীরত্বপূর্ণ গ্রন্থে নবি

মুহাম্মাদকে বীর হিসেবে চিত্রিত করেছেন, যা ঐ সময়ের বহু ভিক্টোরিয়ান ইংরেজ নারী ও পুরুষের জন্যে ছিল অত্যন্ত অপমানকর।

এই ঐতিহ্যের আরও কিছু সাম্প্রতিক দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে অ্যামেরিকান ইতিহাসবিদ জুয়ান কোলে, যিনি 'মুহাম্মাদ: সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে শান্তির নবি' বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। আরও আছেন পুলিতযার পুরষ্কার অর্জনকারী লেখক গ্যারি উইলস যিনি জীবনের শেষ দিকে এসে আল-কুরআনের ওপর বছরখানেক অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত নেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কুরআনের মূল বক্তব্য এবং কেন তা গুরুত্বপূর্ণ এই শিরোনামে তাঁর সময়ে ইসলাম সম্পর্কে বিদ্যমান বহু ভুল ধারণা এবং বিকৃতির ভুল সংশোধনমূলক গন্থ রচনা করেন। জোরামের গল্পটি ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নকারী পাশ্চাত্যবাসীগণের এই দীর্ঘ সারি থেকে ভিন্ন। তাদের অধ্যয়ন ছিল এক দিকে নিবদ্ধ, আর জোরাম তাদের থেকে ভিন্নভাবে অগ্রসর হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

তবে পাঠকগণ ইসলামে দীক্ষিত হোন বা না হোন সেটা অধিকতর শান্তিময় জগতের জন্যে ততটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, যতটা গুরুত্বপূর্ণ ইসলামের সৌন্দর্য এবং ঘৃণা থেকে ভালোবাসা আর পূর্বধারণা থেকে সেই সৌন্দর্যকে গ্রহণের মতো একজনের এরকম এক অভিযাত্রা অনুধাবনসূক্ষ্মতা। এটি হচ্ছে আল্লাহকে অনুসন্ধানে একজনের অভিযাত্রা এমন এক যুগে যখন নাস্তিকতার স্রোত বেড়েই চলছিল, আর আল্লাহর তথাকথিত নীরবতা মানুষকে হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। ইমানদারগণের জন্যে আল্লাহর নীরবতা বলতে কিছু নেই। কেননা, আমাদের এই মহাজগতে তিনি স্বতঃই চিরঞ্জীব এবং সক্রিয়। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কথা বলে চলেছেন। বহু লোক আসলে তাদের শ্রবণ ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছে। অত্র গ্রন্থখানি এ ধারণাটিরই একটা অন্বেষণ বা অনুসন্ধান এবং সেই সাথে এটিরও যে আল্লাহর অস্তিত্বের শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক, বিশেষত যখন প্রচলিত ধারণা-বিশ্বাস এই যে, বিশ্বাস বা ইমান আর কারণ বা যুক্তিবুদ্ধি একসাথে চলে না। গ্রন্থখানি যুক্তি তুলে ধরে বলছে যে, বিশ্বাসেরও কারণ বা যুক্তি রয়েছে আর সেটা শুধুমাত্র হৃদয়ের কথাই নয়, বুদ্ধিবৃত্তির যুক্তিও বটে। হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি এতদুভয়ের যুক্তিই জোরাম ভ্যান ক্লাভেরেনকে ইসলাম সম্পর্কে একঘেয়ে বিরক্তিকর কিছু লেখার ইচ্ছা থেকে ইসলামের ধর্ম বিশ্বাসের ওপর লেখার দিকে তাড়িত করে।

হামযা ইউসুফ হ্যানসন
২৯ অক্টোবর, ২০১৯

প্রাক্‌কথন (২)

আজকের এই যুগ তথ্যের যুগ, ভুল বুঝাবুঝির যুগ। মানুষ একে অপরকে জানবে, বুঝবে এটাই স্বাভাবিক ও পূর্ব থেকে সুনকশায়িত ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা। ইতিহাসের অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় আজ মানুষকে পরস্পরের সাথে অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকতে হবে। প্রযুক্তি আজ দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। আজ কম্পিউটার নিজে নিজে গ্রন্থের পাঠ অনুবাদ করতে পারে। আমরা অন্য দেশে বসবাসকারী প্রতিবেশীদের পাশেই বাস করি, যাদেরকে আমরা তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চাইতে পারি। এতদসত্ত্বেও জাতিসমূহ পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এদিকে দেশের প্রদেশগুলো স্বাধীনতা চাচ্ছে এবং ধর্মসর্মূহ তাদের বিদেশাতঙ্ক ও মৌলবাদী সঞ্জাবসমূহকে জায়গা করে দিচ্ছে।

এরকম সময়ে আমাদের পারস্পরিক অভিযোগ পাল্টাঅভিযোগের বিশৃঙ্খলার ঊর্ধ্বে উঠা আওয়াজগুলো জরুরিভাবে শোনা দরকার, সেইসব আওয়াজ যেগুলো অন্য মানুষের ব্যাপারে সন্দিহান নয়, বরঞ্চ যেসব প্রচেষ্টা ঐ সকল আওয়াজকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরতে চায়। আমাদের উচিত পরস্পরকে ভারসাম্যপূর্ণ এবং ন্যায্য শুনানি প্রদান করা, পাণ্ডিত্যের সর্বোত্তম সম্পদ এবং নিরপেক্ষ যুক্তিবোধ ব্যবহার করে প্রচলিত ও ভয়াবহ সব প্রোপাগান্ডার বাইরে প্রকৃত সত্যানুসন্ধান করা এবং অন্যান্য ধর্মের মানবীয় বাস্তবতা এবং সংস্কৃতির সমৃদ্ধতা ক্ষতিয়ে দেখা। মানব প্রজাতির বৈচিত্র্যকে যথার্থ মূল্যায়নে আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি থাকা দরকার, যাতে আমাদের ভিতরকার সেইসব ভাবাবেগকে আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পারি, যেগুলো আমাদের ভুলত্রুটিগুলোকে খুঁড়ে খুঁড়ে বের করতে আর বিকল্প বক্তব্যগুলোকে বিবেচনা করতে অস্বীকার করে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থখানি এই আশাবাদের ইঙ্গিত বহন করছে যে, বর্তমান দুঃখজনক বৈশ্বিক সন্দেহবাদ ও দোষারোপের মানসিকতাকে জয় করা সম্ভব। আর এটাও যে, হতাশার বিপরীতে আশাবাদের সত্যিকার ভিত্তিও রয়েছে। ভুল হলে কারও পক্ষে তা স্বীকার করে নেওয়া কদাচিৎ সহজ ব্যাপার হয়, তবে কারও ত্রুটি সম্পর্কে সতর্কতার সাথে বিস্তারিত লেখা আর তারপর সত্যের যন্ত্রণাদায়ক পথের বিবরণীর লিখিত দলিল তৈরি করার মধ্য দিয়ে তার শক্তিশালী চরিত্রেরই প্রকাশ ঘটে। এভাবে মানবপ্রকৃতি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনায় ফিরে আসে আত্মবিশ্বাস।

গ্রন্থকার যে শুধু মুসলিমবিরোধী ধর্মান্ধতা বিষয়ক প্রধান প্রধান যুক্তিতর্কগুলো সতর্কতা ও নিরপেক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন তা নয়, তিনি নিজের অভ্যন্তরীণ পবিত্র যাত্রাও হৃদয় নাড়া দেওয়া ভাষায় লিখে গেছেন। তার পবিত্রযাত্রাই প্রমাণ করে তিনি সর্বসাম্প্রতিক সমসাময়িক বিষয়সমূহ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। অভূতপূর্বভাবে অদ্ভুত এই নতুন বিশ্বে যেসব সমস্যা আমাদের ঘিরে রেখেছে সেগুলোর একটা সময়হীন বাস্তবতাও রয়েছে। এ যেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এক পবিত্র অভিযাত্রা।

এ আলো যেন জান্নাত থেকে আগত, আর আমরা নবিজির সেই হাদিস স্মরণ করি যাতে তিনি বলেন: 'মানুষের হৃদয়ের অবস্থান সর্বদয়াময় আল্লাহর দু'আঙুলের মধ্যবর্তী স্থানে; তিনি নিজ ইচ্ছামতো মানবহৃদয়কে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে থাকেন।' গ্রন্থকার আল্লাহর আঙুলের স্পর্শ অনুভব করেছেন, আর একমাত্র সেটাই কারো রূপান্তরের জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাঁর ওপর যিনি ইসলামের দয়া ও করুণার সর্বোত্তম প্রামাণিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে মানবজাতিতে জাতিতে সমঝোতা ও আস্থা প্রসারে সংগ্রামে নিরত। মহানবি (স.) আরেক হাদিসে নির্দেশ দিচ্ছেন: 'যারা দয়া প্রদর্শন করে তারা দয়াময়ের করুণা লাভ করবে। পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়াবান হও, তাহলে আসমানের অধিবাসীরা তোমার প্রতি দয়াবান হবেন।'

আমাদের এই দুঃসময়ে সামাজিক সংহতির প্রয়োজনে শুধু যে উত্তম অর্থনীতি, রাজনীতি আর কৌশলই দরকার তা নয়, বরঞ্চ মানবজাতির আরও বেশি প্রয়োজন দয়া, করুণা এবং মানুষে মানুষে বিদ্যমান পার্থক্যকে উপভোগ করার। জোরামের গ্রন্থখানি বৃহত্তর নৈতিক রূপান্তরের পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, যা আমাদের সকলেরই জরুরিভাবে প্রয়োজন।

আবদাল হাকিম মুরাদ
২৪ অক্টোবর ২০১৯

পূর্বকথা

'তবুও কি তোমরা তোমাদের যুক্তিবুদ্ধি খাটাবে না?' আল-কুরআন ২১:১০

কারণ, বিচারবুদ্ধি কিংবা মন। এ তিনটি পরিভাষা এমন কিছু প্রকাশ করে যা আবেগভিত্তিক নয়। একই সাথে এমন অনেক লোক আছে যারা এগুলোকে ধর্মের সাথে যুক্ত করার খুব একটা পক্ষপাতী নয়। এখন আমি অবশ্যই একথা বলবো না যে, আল্লাহকে খুঁজে পেতে আমার যে অনুসন্ধান তাতে আমার ভাবাবেগ একদম জড়িত নয়। অবশ্য, মূলতই এটা ছিল একটা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা বা অনুশীলন। এ অনুসন্ধানকালে আমার শুরুর দিকের বিষয় ছিল পূর্বে অবোধগম্য ছিল এমন কিছু বিষয় অনুধাবন করার উদ্দেশ্যে উৎস-উপাদান নিয়ে গবেষণা করা এবং এমন কিছু ব্যাপার বিশ্লেষণ করা, যা ভাসা-ভাসাভাবে বলতে গেলে প্রধানত ভাবাবেগ তাড়িত ছিল।

আমি বলতে চাই যে, আমার এই গবেষণায় মোহাম্মেদ বেন হ্যামৌচ ('ট কেনিশুইস) এর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক ভূমিকা ছিল। তিনি যখনই সম্ভব হতো আমার প্রশ্নের জবাব দিতেন, আমাকে অন্যদের নিকট পরিচয় করিয়ে দিতেন এবং এমন সব পরামর্শ দিতেন যেগুলো আমার অত্র গ্রন্থ ও আমার কাহিনির জন্যে উপকারী হতো। কাজেই আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই তাঁর জ্ঞান, দক্ষতা, সহায়তা আর উদ্যমের জন্যে এবং সেই সাথে তিনি আমার প্রথম ই-মেইল পাওয়ার পর যেরকম খোলামনে আমাকে গ্রহণ করেছিলেন সেজন্যে।

আমি আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই ইমাম মোহাম্মেদ আরব এবং ইমাম আযযেদিন কাররাতকে তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে এবং তাঁদের প্রচণ্ড প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি আর আমাকে সময় দেওয়ার জন্যে। তাঁদের তথ্যাদি ছাড়া অত্র গ্রন্থের অনেকগুলো মূল্যবান সংযোজনী দেওয়া সম্ভবই হতো না।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি শাইখ হামযা ইউসুফকে যিনি ইসলামের ওপর অগাধ জ্ঞান এবং কঠিন বিষয়কে এ অধমের জন্যে সহজ ও বোধগম্য করে দেওয়ার মতো মেধার অধিকারী। তিনি তাঁর ঈর্ষণীয় মেধা দ্বারা যেভাবে কোনো কিছুকে, বিশেষত ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তুলতেন এবং অতঃপর তাঁদের মধ্যে সেতুবন্ধনের বিষয়গুলো দেখিয়ে দিতেন; তা আমার জন্যে ছিল প্রকৃতই একটা

অনুপ্রেরণা। অত্র গ্রন্থে একখানি প্রাক্‌কথন লিখে দেওয়ার বিষয়ে তার আগ্রহ আমার জন্যে পরম সম্মানের।

তেমনিভাবে আবদাল হাকিম মুরাদ-এর নামও সবিশেষ উল্লেখ্য। ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বিস্ময়কর জ্ঞানভাণ্ডার এবং অসংখ্য ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া দ্বারা ধর্ম বিষয়ে শাস্ত্রীয় অভিগমন পন্থার গুরুত্ব কী হতে পারে তা তিনি আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর উত্তরগুলো নতুন পথে আমার প্রথম পদক্ষেপকে সহজ করে দিয়েছে। তিনিও আমার অভিযাত্রা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কিছু কথা লিখে দিতে চেয়েছেন, যা আমার জন্যে আশীর্বাদের চেয়েও বেশি কিছু।

অধিকন্তু, যারা আল্লাহকে খুঁজছেন তাদের জন্যে আমার এ গ্রন্থখানি স্থায়ীভাবে উপকারে আসবে- এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জোরাম ভ্যান ক্ল্যাভেরেন
আলমেয়ার, দ্য নেদারল্যান্ডস
অক্টোবর ২০১৯

১

ভূমিকা

বক্ষ্যমাণ কাজটি মূলত ইসলামের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ হওয়ার কথা থাকলেও আচমকাই অদৃষ্টপূর্বভাবে হয়ে গেল অন্য রকম। যাহোক, লিখতে লিখতে এবং গবেষণা ও বিশ্লেষণ করতে করতে ধীরে ধীরে নতুন একটা ধারণা এর মধ্যে এসে ঢুকে পড়লো। বিগত এক যুগ ধরে ইসলাম সম্পর্কে আমার মধ্যে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল সেটার কাঠামোটা আমি যেমন ধরে নিয়েছিলাম তাঁর তুলনায় ছিল কম মৌলিক।

এই কাঠামোটা গড়ে ওঠা এবং আমার কলেজ এবং কলেজ-পরবর্তী দিনগুলোতে কোন দৃষ্টিতে আমি ইসলামকে দেখতাম এবং ইসলামের গুণাগুণে বিমুগ্ধ হতাম সে ব্যাপারে বেশ কয়েকটি উপাদানের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, সময়টা ছিল দারুণ। সেটা ছিল মঙ্গলবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১। আমি ধর্ম শিক্ষার ওপর ডিগ্রি লাভে পড়াশোনা শুরু করলাম। এ ছিল সমসাময়িক ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর ও মৌলিক মুহূর্ত, যা একক বা স্বতন্ত্রভাবে অনাগত ভবিষ্যতে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত যেকোনো কিছুকে সংজ্ঞায়িত করতে সক্ষম। মাদ্রিদ রেল স্টেশনে হামলা, বেসলান স্কুলে অনুরূপ হামলা, থিও ভ্যন গগ হত্যা এবং লন্ডন সাবওয়েতে বোমা বিস্ফোরণ -এ সবই ঘটেছিল আমার ছাত্রজীবনে। এমন এক সময়ে ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ ছিল একটা বিরক্তিকর ও অসাধারণ ঘটনা।

ইউরোপের ভিতরে এবং বাইরে আরও কিছু নৃশংসতা ঘটবার অপেক্ষায় ছিল। অপহরণ, ইহুদি বিদ্বেষ থেকে সন্ত্রাসী হামলা এবং শিরশ্ছেদ থেকে শুরু করে এলোপাথাড়ি ছুরিকাঘাত, ট্রাক সহযোগে হামলা পরিচালনা, আইসিস (ISIS) কর্তৃক খেলাফত ঘোষণা এবং আত্মঘাতি বোমা হামলা ইত্যাদি। এমনকি নেদারল্যান্ডস-এ বসবাসকারী বিশাল এক মুসলিম দল স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সিরিয়ায় যুদ্ধ করে। চরমপন্থীদের এই নিরবচ্ছিন্ন ও ক্রমঘনায়মান যুদ্ধ ইসলাম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ব্যাপারে অভ্রান্তভাবে ভূমিকা পালন করে।

এই বর্বর সন্ত্রাসী সহিংসতা ছাড়াও আমার কলেজজীবনেও আমি দেখেছি (দুঃখজনকভাবে আজও এ রকম চলছে) কীভাবে রাজনীতিকগণ, মতামত কর্মী এবং শিল্পীগণ মৃত্যু হুমকির মুখোমুখি হচ্ছেন। অধিকন্তু, সম্মানহানি, নারীর সুন্নত-খাতনা আর জোরপূর্বক বিবাহ ইত্যাদি অভিযোগের ক্ষেত্রে ইসলামি পটভূমিসম্পন্ন

লোকদের যেভাবে অতিরিক্ত হারে জড়িত দেখা যাচ্ছে, তাতে নেদারল্যান্ডসে (কিংবা অধিক সাধারণভাবে পাশ্চাত্যে) ইসলামের অগ্রগতির ব্যাপারে আশাবাদী হওয়ার মতো নয়।

আরেকটি একান্তই অপরিহার্য দিক, যা দীর্ঘদিন ধরে ইসলাম সম্পর্কে আমার ধ্যানধারণার পুরো বাস্তবতা জুড়েই রয়েছে তা হলো তথাকথিত ধবল-ধোলাই (White washing)। ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও সহিংসতা কাঠামোগতভাবে ইসলাম থেকে পৃথক বা বিযুক্ত করে আসা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ফলত বেশ কিছু মতামতকর্মী ও সরকারি কর্মকর্তা দ্বারা বিষয়টিকে খাটো করে দেখানো হচ্ছে। এটা যে শুধুমাত্র বেঠিক তা নয়, বরং মৌলবাদী ইসলামের প্রভাব বিষয়ে যারা উদ্বিগ্ন তাদের মধ্যে এ অস্বস্তিকর অনুভূতি জাগায় যে, সরকারি মহল হয় এই সম্পর্কটা গায়ে মাখতে চায় না, নতুবা রাজনৈতিক সঠিকতার কারণে সেটা বিবেচনায় আনে না; যা স্পষ্টতই ঘটছে এমন কিছুকে পর্তুগীজ (ডাচ) সরকারের একাংশের দ্বারা গ্রহণ করতে বা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে। লক্ষণীয় বাস্তবতা, যাতে ইসলামি সন্ত্রাসীরা কিছু কিছু ধর্মীয় বাণী তাঁদের কজকর্মকে বৈধতা দিতে ব্যবহার করে থাকে । আর জাতীয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমের অংশবিশেষ এর মধ্যে অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই গণমাধ্যম হয় এই বৈধতা অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে, নতুবা এটার উল্লেখ পর্যন্ত করে না। আর এই অস্বীকৃতি আর উল্লেখহীনতাকেই আমি বলি ধবল-ধোলাই বা (White washing) | এর মধ্যে রয়েছে হুবহু বাস্তবতা সত্যিকারভাবে নিজেকে যেভাবে তুলে ধরে সেই তুলনায় হাল্কা এবং অস্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করা।

উপরে উল্লিখিত উদ্বেগসমূহ দ্বারা তাড়িত হয়ে আমি তাদের উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে গ্রহণ করি যারা বিষয়গুলোর অন্ধকার দিকসমূহকে লজ্জার কারণে আলোচনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যাদের নাম উল্লেখ্য তারা হলেন: প্রফেসর হ্যান্স জ্যান্সেন, এক বন্ধুসুলভ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যিনি আজ মৃত; এবং অ্যামেরিকান প্রফেসর বারনারড লিউয়িস। আরও আছে ইসলামের সমালোচনায় মুখর এডমান্ড বারক ফাউন্ডেশন এবং এমনকি পরে এ তালিকায় আসা সংগঠন পার্টি ফর ফ্রিডম। অধিকন্তু, অন্যপক্ষ কর্তৃক সাধারণীকরণ ও অতিরঞ্জনের সাথে এই ধবল ধোলাই যেকোনো আন্তরিক বিষয়ভিত্তিক আলোচনাকে জটিল করে তোলে।

এ পথের আরেকটা আচমকা জিনিস আছে, যা মৌলবাদী ইসলাম আর সন্ত্রাসবাদকে এক করে দেখা সমালোচকদের ধোলাই করে। আজকের দলন পরিভাষা অর্থাৎ